23 MAY 2017

রাবির হলে এইচএসসির ১০০ উত্তরপত্র

হাসান আদিব, *রাবি*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ছাত্রীদের আবাসিক হল থেকে চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার (এইচএসসি) ১০০ উত্তরপত্র (খাতা) উদ্ধার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুন্নুজান হল থেকে সোমবার বিকাল ৬টা ২০ মিনিটে খাতাগুলো উদ্ধার করেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তরুণ কুমার সরকার।

জানা গেছে, খাতাগুলো মূল্যায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরীক্ষক ছিলেন রাজশাহী নিউ ডিগ্রি গভর্নমেন্ট কলেজের শিক্ষক ড. আবুল কালাম। তিনি নিজে মূল্যায়ন না করে নগরীর শাহ্ মখদুম কলেজের শিক্ষক মাহমুদুল হাসান ওরফে মাসুদ রানাকে দেন। আরও দুই হাত ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর হাতে যায় সেই খাতা। মাসুদ রানা 'এমপি থ্রি' নামের কোচিং ও প্রকাশনীর রাজশাহী শাখার পরিচালকও।

> 'মূল্যায়নের জন্য দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর হাতে খাতা'
>
> বিশিষ্টজনেরা বলছেন, এ ঘটনা ভয়াবহ উদ্বেগজনক

সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে বোর্ডের একজন সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিশ্ববিদ্যালয়ের মুন্নুজান হলে আসেন। পরে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক জিন্নাত ফেরদৌসী ও প্রক্টর অধ্যাপক মজিবুল হক আজাদ হলে এসে দ্বিতীয় তলায় তল্লাশি শুরু করেন। সেখানে বারান্দায় একটি কাপড়ের ব্যাগে খাতাগুলো পাওয়া যায়। খাতাগুলো যেখানে পাওয়া যায়, তার পাশে ওই হলের গণরুম। যেখানে প্রায় একশ' জন ছাত্রী থাকেন। পরে সন্দেহের ভিত্তিতে ৫-৬ জন ছাত্রীকে প্রাধ্যক্ষের কক্ষে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের কেউই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেননি।

বিকাল ৬টার কিছু পরে বোর্ডের প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এসে খাতাগুলো শিক্ষা বোর্ড অফিসে নিয়ে যান। রাবির মুন্নুজান হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক জিন্নাত ফেরদৌসী যুগান্তরকে বলেন, 'বিকাল ৩টায় আমাকে ফোন দিয়ে শিক্ষা বোর্ড থেকে বিষয়টি জানানো হয়। প্রক্টর ও আমি হলে গিয়ে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি করে খাতাগুলো পাই। কীভাবে খাতাগুলো এখানে এলো তা জানতে হলের গণরুমের বেশ কয়েকজন ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কেউ স্বীকার করেননি।'

এদিকে এ ঘটনায় রাত সাড়ে ৮টার দিকে শিক্ষা বোর্ড অফিসে উত্তরপত্রের নির্ধারিত পরীক্ষক ড. আবুল কালাম ও তার সহযোগী শাহ মখদুম কলেজের মাহমুদুল হাসান ওরফে মাসুদ রানাকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কর্তৃপক্ষ।

এ ঘটনা ভয়াবহ উদ্বেগজনক : ছাত্রীকে দিয়ে খাতা মূল্যায়নের বিষয়টিকে উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনেরা। ইমেরিটাস অধ্যাপক অরুণ কুমার বসাক যুগান্তরকে বলেন, তিন হাত ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত শিক্ষার্থীর কাছে উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য যিনি দিচ্ছেন, তাদের মতো শিক্ষকের জন্যই শিক্ষার করুণ এই দশা। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক যুগান্তরকে বলেন, 'বিষয়টি সন্ধ্যায় শুনলাম। সবেমাত্র দ্বিতীয় বর্ষে পড়ুয়া একজন ছাত্রীকে দিয়ে খাতা মূল্যায়ন করানোর মতো গর্হিত কাজ শিক্ষা ব্যবস্থার চরম মাত্রার ভয়াবহ পরিণতিই ইঙ্গিত দেয়। অনেকটা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকার মতো।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর